Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 86-91
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.021

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনালোকে শিক্ষা

রুবাই কুন্ডু, *দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.07.2025; Accepted: 30.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Beyond the image of Swami Vivekananda as a valiant monk, social reformer, thinker or philosopher, his words and writings continue to hold a profound place in contemporary society and civilisation. He did not view education merely as conventional, curriculum-based learning or the accumulation of information. According to Vedanta philosophy he developed his teaching ideology. For him, "Education is the manifestation of the perfection that already exists in man." In other words, he believed that true education is not something imposed from outside, but a process of unfolding what is already within. In his view, the true purpose of education was to create and develop people as people of character. He placed particular emphasis on the education of women, as he believed that the root of many societal problems lay in the lack of genuine education. According to him, if women received the right kind of education, they would be able to solve their own problems independently. For this reason, he repeatedly stressed the importance of women becoming self-reliant or self-dependent. Vivekananda felt that conventional education only contributed to financial or material advancement. Instead, he insisted it must be elevated to the level of spiritual development. He saw education as the fundamental means for the holistic progress of humankind. In this lies the originality and enduring relevance of Vivekananda's educational philosophy.

Keywords: Formal educational institution, empowerment, women's education, curriculum, atheist, values, education for character building

সাধারণ অর্থে 'শিক্ষা' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব অর্জনের একটি কৌশল। সাধারণ মানুষ শিক্ষা বলতে বিদ্যালয়, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডির মধ্যে যে জ্ঞান আহরণের প্রক্রিয়া সেটাকে বোঝেন। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার গণ্ডি অনেক ব্যাপক, তা আনুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং জীবনের অভিজ্ঞতা এবং চারপাশের পরিবেশ তথা সমাজ থেকে অর্জিত হতে পারে। শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সাধিত হয়।

প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ শিক্ষার ব্যাপক দিকটির নানা রকম ব্যাখ্যা করেছেন এবং সমাজের সার্বিক উন্নতিতে শিক্ষিত পুরুষের সাথে শিক্ষিত সক্রিয় নারীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে যে কজন দার্শনিক মনে করেছিলেন যে স্বাধীনতা অর্জনের থেকে বেশি প্রয়োজন স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখার মতো শিক্ষিত, সংস্কৃতিতে পূর্ণ একটি জাতিসত্তার- সে দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। প্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় সমাজে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা প্রসারে ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন চিন্তাবিদ, যেমন— রাজা রামমোহন রায়, ডিরোজিও প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ও শিক্ষা সংস্কারকের প্রচেষ্টায় যে উদার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল সেই পথের অন্যতম অগ্রণী পথিক ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ছিলেন ভারতীয় আদর্শের পথপ্রদর্শক।

তাঁর জীবন দর্শন ও জাগ্রত বিবেক থেকে উদ্ভূত সামাজিক চেতনার ওপর ভিত্তি করে তাঁর শিক্ষা চিন্তার উন্মেষ ঘটেছে। তিনি পরমজ্ঞান ও বস্তুজ্ঞানের মধ্যে এক দৃঢ় মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস করেন।

ধনী-দরিদ্র, নিরক্ষর-সাক্ষর, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী তাঁর কাছে দৈব সত্তার প্রকাশ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাগুলিকে বিকশিত করা। তাঁর মতে, মানুষের ভিতরের সত্তার আবিষ্কার হল শিক্ষা। মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণতা আগে থেকেই বিরাজমান। এ প্রসঙ্গেই তিনি শিক্ষার এক অভিনব সংজ্ঞা দেন-

"Education is the manifestation of perfection already in man."[১]

অর্থাৎ শিক্ষা হল মানুষের ভিতরে যে পূর্ণতা পূর্ব থেকে বর্তমান তার প্রকাশ। যার অর্থ হল জ্ঞান বাইরে থেকে আরোপিত কোনও ব্যাপার নয়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, চকমকি পাথরের মধ্যে লুকানো আগুনের মতো জ্ঞানও মানুষের অন্তরেই থাকে। উদ্দীপনাই চকমকি ঘষার মতো কাজ করে জ্ঞানের দীপ্তিকে বাইরে প্রকাশ করে। মানুষ যখন তার নিজের মনের উপরের আবরণ সরিয়ে দিতে পারে তখনই তার আত্মজ্ঞান বা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। অন্যভাবে বলা যেতে পারে সাধারণ অর্থে শিক্ষা হয়।

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে তিনি বলেন-

"End of all education, all training should be making."[২]

অর্থাৎ সকল শিক্ষা এবং সকল প্রশিক্ষণের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল মানুষ গঠন ও কেবল পুঁথিগত বিদ্যা মুখস্থ করা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য নয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন,

> "বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না। নানাবিধ জ্ঞানার্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছা শক্তির বেগ ও স্ফূর্তির নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা?"[৩]

তাঁর মতে বিদ্যালয়-কলেজের শিক্ষা যান্ত্রিক, তা মানুষকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না। শিক্ষার লক্ষ্য হবে এমন যাতে ব্যক্তি অন্যের সমস্যায় পাশে থাকবে, দেশ স্বাধীন করার কাজে আত্মত্যাগ করবে ও জীবের সেবা করবে প্রভৃতি জীবনের মহান উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন করবে।

শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জীবন গঠন করা, চরিত্র দৃঢ় করা, মনুষ্যত্বের অধিকারী করা ও মনের মন্দ প্রবণতাগুলিকে দমন করা সম্ভব। তাঁর মতে, শিক্ষার প্রথম ধাপ হল মস্তিষ্ক, মাংসপেশি, হৃদয় ও সমস্ত বৃত্তির সমান পরিপুষ্টি সাধন ও সমন্বয়করণ। এই সমন্বয় সম্ভবপর হবে একাগ্রতার মাধ্যমে। এই একাগ্রতা গড়ে তুলতে পারলে মনের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস জন্মাবে, শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে।

নারী শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, নারীদের শিক্ষা বন্ধন-মুক্তির কারণ হবে। নারীর মুক্তির অর্থ সীমার বন্ধন-মুক্তি যা নারীর যথার্থ শক্তিকে উন্মোচিত করবে। শিক্ষিত নারী ভবিষ্যতে ভারতের নারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে সদা প্রস্তুত থাকবেন। তাঁর মতে, শিক্ষার কোন পরিকল্পনায় জীবনের ব্যাবহারিক দিকগুলি অবহেলা করা ঠিক নয়। কেবল মহান বাণী শুনলে হবে না, সেগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করতে হবে, সেগুলি অনুশীলন করতে হবে। কোন জাতি তখনই মহান হিসেবে স্বীকৃত হবে যখন তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ হয় আর এই বিকাশ নিশ্চিতভাবে শিক্ষার মাধ্যমে লালন হওয়া দরকার।

শিক্ষার পাঠক্রম রচনার মূলনীতি হিসেবে স্বামীজি জাতীয় প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন। ব্যক্তিকে আত্মনির্ভর, স্বাধীন ও যুক্তিশীল করার লক্ষ্যে স্বামীজি পাঠক্রমে প্রাচ্যভাষা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান পড়ানোর পাশাপাশি পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, গণিত, গার্হস্থ্য, পুরাণ, চারুশিল্প, কারিগরিবিদ্যা প্রভৃতি সংযুক্ত করার কথা বলেন। তিনি হস্তশিল্প ও সংগীত প্রভৃতি কলার উপর জোর দেন। পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য সচেতন করার লক্ষ্যে শারীর শিক্ষা উপর জোর দিয়েছিলেন। কারণ স্বাধীন কর্ম, কুশল, সুস্থ শারীরিক ও মানসিক অবস্থায় শিক্ষার্থী সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠবে- সেটাই প্রকৃত শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ। তিনি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের গুরুত্ব বারবার প্রচার করেন। ভারতীয় সনাতন জ্ঞান ভান্ডারের

অধিকাংশ তথ্য ও তত্ত্ব সংস্কৃত ভাষায় হওয়ায় তিনি সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেছেন। আবার পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য ইংরেজি ভাষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেননি। আধ্যাত্মিক বিকাশের গুরুত্ব দিয়ে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য পাঠক্রমে তিনি ধর্মীয় শিক্ষার অন্তর্ভুক্তকরণের কথা বলেন। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি তিনি বিজ্ঞানের গুরুত্বও অস্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। তাই তিনি পাঠক্রমে বিজ্ঞানকে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি পাঠক্রমের মাধ্যমে ভারতীয়দের একদিকে যেমন প্রাচীন ভারতের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণা ও কর্মদক্ষতার সমান অধিকারী করে তুলতে চেয়েছিলেন। আবার কেবল ধর্মীয় শিক্ষার কথা না বলে খেলাধুলা, শারীরশিক্ষা প্রভৃতি চর্চার উপর জোর দেন, যাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক- এই সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠক্রমে অতীত ও বর্তমান ঐতিহ্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন, একাধারে প্রাচীন ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যবাহী উপকরণের সাথে ভাষা, সাহিত্য, গণিত, দর্শন ও নানা গৃহস্থালীর কাজকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলেন। শিক্ষার আলোয় নারীদের স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী মনোভাব জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন।

প্রকৃত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তিনটি পথের সন্ধান দেন—

প্রথমত, শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভের প্রথম পথ হল আত্ম সংযম ও মনঃসংযোগ। তাঁর মতে, আমাদের মন নামক সদাচঞ্চল অন্তরিন্দ্রিয়কে সংযত রাখলে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। মনকে সর্বদা একমুখী রাখতে হবে। কোন বিষয় সম্বন্ধে জানতে হলে সেই বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হবে। মনঃসংযোগ সহকারে কোন বিষয় জানলে সেই বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়ত, তিনি পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি কোন বিষয়কে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার উপর জোর দেন। বারবার একই বিষয়ে অনুশীলন করা হলে একটি বিষয়ে সর্বোচ্চ জ্ঞান বা পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব হয়। অনুশীলনের মাধ্যমে কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় বলেও বিবেকানন্দ মনে করতেন।

তৃতীয়ত, কোন বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,

> "প্রাচীন ধর্ম মতে, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক, নতুন ধর্ম বলে, নিজেকে যে বিশ্বাস করেনা, সেই নাস্তিক।"[৪]

প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব সীমিত ক্ষমতা ও মনের জোর দিয়ে তার ভিতরেই নিহিত প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তিনি অন্যকে অনুকরণ না করার পরামর্শ দেন, নিজের উপর বিশ্বাস রেখে নিজের ক্ষমতার ভিত্তিতে বিকাশ লাভ করতে বলেন। তবে অন্যের ভালো গুণগুলি গ্রহণ করার কথাও তিনি বলেছেন বা অপেক্ষাকৃত পটু ব্যক্তির কাছ থেকে কোন বিষয় শিখতেও উপদেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর উক্তি-

> "তোমাদের ভিতরে যাহা আছে নিজ শক্তি বলে তাহা প্রকাশ করো, কিন্তু অনুকরণ করিও না; অথচ অপরের যাহা ভাল তাহা গ্রহণ করো। আমাদিগকে অপরের নিকট শিখিতে হইবে। বীজ মাটিতে পুঁতিলে উহা মৃত্তিকা, বায়ু ও জল হইতে রস সংগ্রহ করে বটে কিন্তু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইলে কি উহা মাটি জল বা বায়ুর আকার ধারণ করে? না, তাহা করে না। বীজ মৃত্তিকাদি হইতে প্রয়োজনীয় সারাংশ গ্রহণ করিয়া নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী একটি বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়।" [৫]

স্বামী বিবেকানন্দের নারী শিক্ষার প্রসার ও ক্ষমতায়নেও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাঁর মতে, ভারতের উন্নতির জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হল স্ত্রীশিক্ষার অভাব। পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান ভাবে শিক্ষাদান না করলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। যে সমাজে নারীরা অবহেলিত সেই সমাজ কখনো অগ্রগতির রাস্তায় হাঁটবে না। নারীশিক্ষার আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, মেয়েদের পূজা করেই সব জাত বড়ো হয়েছে, যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই সে-দেশ, সে-জাত কখনোই বড় হতে পারেনি কস্মিনকালেও পারবেও না। নারী-পুরুষ উভয়কে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। উভয় একসাথে দেশ গঠনের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করলে তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব। তাঁর ভাষায়-

> "শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃত্তিগুলির- শিক্ষাসমূহের বিকাশকে শিক্ষা বলা যাইতে পারে; অথবা বলা যাইতে পারে শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমনভাবে গঠিত করা, যাহাতে তাহার ইচ্ছা সদ্বিষয়ে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ নির্ভিক মহিয়সী নারীর অভ্যুদয় হইবে।"[৬]

বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার প্রসারে কতটা সচেষ্ট ছিলেন সেই বিষয়ে স্বামীজীর একটি পত্রের একটি অংশ উল্লেখ করা হল-

> "আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, ও অপবিত্র বলি। তার ফল- আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন ও দরিদ্র।"[৭]

তাঁর মতে, একা পুরুষের পক্ষে পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা সম্ভব নয়। দেশের বিকাশের জন্য সক্রিয় শিক্ষিত নারীর প্রয়োজন। পুরুষের পাঠক্রমের ন্যায় ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান- সমস্ত রকমের শিক্ষা নারীর পাঠক্রমেও থাকতে হবে, তবেই নারীর তথা দেশের সামগ্রিক উন্নতি সাধন হবে। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য-

> "বিজ্ঞানাদি অন্য সব শিক্ষা, যাহাতে তাহাদের নিজেদের ও অপরের কল্যাণ হইতে পারে তাহাও শিখাইতে হইবে।...আমাদের দেশের যথার্থ কল্যাণের জন্য ঐ রকম কতকগুলি পবিত্র জীবন ব্রহ্মচারী-ব্রহ্মচারিণী হওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের কল্যাণ স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভব নয়। এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।"[৮]

বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন বৈদিক যুগে নারীর স্থান। বেদান্ত দৃষ্টিতে তিনি বলেন, নারী ও পুরুষের ভেদ আত্মাতে নেই, তাই সমাজে শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাথে নারীরাও সমান অধিকারী। এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেন-

> "পরমব্রহ্মতত্ত্বে লিঙ্গভেদ নেই। আমারা 'আমি তুমি'র ভূমিতে লিঙ্গভেদটা দেখতে পাই, আবার মন যত অর্ন্তমুখ হতে থাকে, ততই এই ভেদ জ্ঞানটা চলে যায় শেষে মন যখন সমরস ব্রহ্মতত্ত্বে ডুবে যায়, তখন আর 'এ স্ত্রী, ও পুরুষ'—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। ...তাই বলি মেয়ে-পুরুষের বাহ্যভেদ থাকলেও স্বরূপত কোন ভেদ নেই। অতএব পুরুষ যদি ব্রহ্মজ্ঞ হতে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন?"[৯]

স্বামীজীর নারী শিক্ষার ভিত্তি ছিল নৈতিক তথা আধ্যাত্মিক আদর্শ এবং তাঁর কাছে আদর্শ হলেন—সীতা, সাবিত্রি, গার্গী, সঙ্ঘমিত্রা, লীলা, অহল্যাবাঈ ও মীরাবাঈ। তাঁর মতে, নারী এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে পবিত্র নিঃস্বার্থ বীর হবেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে পরিবারে শিক্ষিতের সংখ্যা হয় এক, কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত হলে শিক্ষিতের সংখ্যা হয় পরিবারের সদস্য সংখ্যার সমান এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মও তখন শিক্ষার সুযোগ পেতে থাকবে। তাছাড়া শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় গৃহে মায়ের কাছে তাই নারীরা শিক্ষিত হলে ভারতের প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ সাধন হবেই আর এভাবেই পরাধীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব। স্বামীজীর ভাষায়-

> "Women will work out their own destinies—much better, too, than men can ever do for them. All the mischief to women has come because men undertook to shape the destiny of women."[১০]

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি নারীর অধিকার কেড়ে নেওয়ার তীব্র বিরোধী ছিলেন। তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যেভাবে ধর্ম, শাস্ত্র ও দৈহিক ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নারী-পুরুষ লিঙ্গ বৈষম্য প্রচার করত তার বিরোধীতা করেছিলেন। পুরুষের মতামত ও সিদ্ধান্ত নারীদের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত নারীকে সাহায্য করা দরকার। শিক্ষা এমন এক প্রক্রিয়া যা আত্মপ্রত্যয় ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করে সমাজে নারীদের সাহসী ও একাগ্র করে তোলে, যার ফলস্বরূপ রক্ষণশীল সমাজের যেকোনো অত্যাচার ও কুনীতির থেকে নারীরা মুক্তি পেতে সচেষ্ট হবেন। তিনি বলেছেন,

> "Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them. In matters concerning them, who are you"[১১]

বিবেকানন্দ নারী শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি মেয়েদের স্বনির্ভর হওয়ার কথাও বলেছেন। এই উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল-এর সহায়তা লাভ করেছিলেন। এই সংক্রান্ত বিবেকানন্দের মার্গারেট এলিজাবেথকে লেখা একটি চিঠির অংশ তুলে ধরা হল-

> "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষত ভারতের নারীসমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর-একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনো মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালবাসা, দৃঢ়তা—সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেইরূপ নারী, যাকে আজ প্রয়োজন।"[১২]

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ভগিনী নিবেদিতার নাম নিয়ে ভারতে আসেন এবং নারী শিক্ষার প্রবর্তন ও আন্দোলনের কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বিবেকানন্দের আদর্শে নিবেদিতা ভারতীয় মহিলাদের কুসংস্কার মুক্ত হতেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আধুনিক ও সময়োপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেম ও আত্মনির্ভরশীলতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। ভগিনী নিবেদিতা এই দেশে নারীশিক্ষা প্রসারের আন্দোলনকে আরো ত্বরান্বিত করেছিলেন।

বিবেকানন্দের শিক্ষা বিষয়ে মতামত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয় যে, নিজেকে জানা বা নিজেকে আবিষ্কার করার প্রক্রিয়াকে তিনি শিক্ষা বলেন। তিনি মনকে অনন্ত পুস্তকাগারের সাথে তুলনা করেন। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষের বিবেকের জাগরণ ঘটায় না। বিবেকানন্দের ভাষায় 'Man making' বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নেই বললেই চলে, যদিও এই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল শিশুকে মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করা। বর্তমানে শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ স্তব্ধ হয়ে গেছে, ছাত্র-ছাত্রীদের মূল্যবোধের ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। সমাজে এক মানুষ অন্য মানুষ থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা সমাজে সঠিকভাবে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারছে না। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে স্বামীজি যে শিক্ষাকে মানুষ গড়ার শিক্ষা বলতেন সে শিক্ষার প্রচলন বর্তমানেও ঘটেনি। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি মনুষত্ব গড়ে তোলেনা, কেবল গড়া জিনিস ভেঙ্গে দিতে জানে। এই করুণ অবস্থা থেকে আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ হল স্বামীজীর দেখানো শিক্ষাদর্শনের যথাযথ প্রয়োগ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সংশোধন করা। তাঁর প্রধান পরিচয় ধর্ম প্রচারক হলেও ভারতীয় শিক্ষা চিন্তায় তাঁর বাণী ও উপদেশ স্বামী বিবেকানন্দকে এক পরিপূর্ণ শিক্ষাবিদের পরিচয় দেয়। তাই স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর ভাষায় বলা যায়—

> "His whole life and teachings inspired my generation."[১৩]

তথ্যসূত্র:

১. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩১৪।
২. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১৫।
৩. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৭৫৮।
৪. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৭৫-১৭৬।
৫. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা(পঞ্চম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২৮৪।
৬. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৪।
৭. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৩৬৬।
৮. স্বামী বিবেকানন্দ। শিক্ষা প্রসঙ্গ। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ২০৪।
৯. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা(নবম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩১৯, পৃ. ২০৪।

১০. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-6). Advaita Ashram, Kolkata, 2013. p. 19.

১১. Swami Vivekananda. Complete Works of Swami Vivekananda (Vol-6). Advaita Ashram, Kolkata, 2013. p. 29.

১২. Letters of Swami Vivekananda, Advaita Ashrama, Kolkata, 1995, p. 294- 295.

১৩. Jawaharlal Nehru's lecture, Ramakrishna Mission, New Delhi, 20 March 1949.

গ্রন্থপঞ্জি:

১. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২।

২. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (চতুর্থ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২।

৩. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (পঞ্চম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৩।

৪. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (ষষ্ঠ খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০২।

৫. স্বামী বিবেকানন্দ। বাণী ও রচনা (সপ্তম খণ্ড)। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০১।

৬. স্বামী বিবেকানন্দ। আমার ভারত অমর ভারত। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০০৭।

৭. স্বামী বিবেকানন্দ। পত্রাবলী। উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪২০।

৮. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ। চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, কলকাতা, ২০১৬।

৯. Letters of Swami Vivekananda. Advaita Ashrama, Kolkata, 1995.

১০. Swami Vivekananda. Complete Works of Vivekananda (Vol-6). Advaita Ashram, Kolkata, 2013.